যুগান্তর

23 MAR 2008

২৬ 8

যুগান্তর

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অন্যতম সেরা উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

অধ্যক্ষ খালেদা হাবিব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফুলার রোডে ১৯৫৫ সালে 'ডন্স ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুল' নামে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাত্রা আজ তার নাম 'উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। তৎকালীন ঢাকার ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজিতে উপযুক্ত ও দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. টার্নার ও তার স্ত্রী মিসেস টার্নারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্কুলটি। সাম্প্রতিককালে ভর্তি, কোচিংসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোটখাটো জটিলতা ছাড়া প্রতিষ্ঠার পর থেকেই স্কুলটি স্বীয় লক্ষ্যে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খালেদা হাবিব বলছিলেন, তথাকথিত বড় বড় প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের

বিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

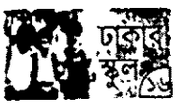

● কাল : মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়

বিদ্যালয় : উদয়ন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংখ্যাধিক্যের কারণে বোর্ডের টপ টেনে জায়গা করে নেয়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষার গুণগতমানের সঙ্গে আপস না করার কারণে এক্ষেত্রে যদিও তারা পিছিয়ে, কিন্তু 'শতভাগ পাস' কিংবা আদর্শ নাগরিক তৈরির চ্যালেঞ্জে উদয়ন বিদ্যালয় এখনও শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে।

শুরুতে ছোট একটি টিনশেডে যাত্রা প্রতিষ্ঠানটির। সেই থেকে ১৯৭২ সালে মাধ্যমিকে উন্নীত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। ওই বছর নামেরও পরিবর্তন হয়ে 'উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়' হয়। পরে এটি উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে নবযাত্রা শুরু করে। ১৯৯৯ সালে খোলা হয় কলেজ শাখা। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ছিলেন ইংলিশ নাগরিক এসআরএল মারিয়া। প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আবদুল আলিমের সহধর্মিণী শিক্ষাবিদ-লেখক শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, পাকিস্তান আমলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন খানের মেয়ে সেলিনা খান প্রমুখ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যক্ষ খালেদা হাবিব জানান, তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলার সহকারী শিক্ষক হিসেবে স্কুলে যোগদান করেন। সেই থেকে দেখে আসছেন, সনাতনী পদ্ধতি থাককালে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগ পায়নি। সবসময় প্রথম শ্রেণী পেয়ে আসছে। আড়াই হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রীবহুল এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বড় সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ সমাজের সচেতন ও অভিজাত ব্যক্তিদের সন্তান। ৭৭ জন শিক্ষক তাদের মেধা ও দক্ষতা উজাড় করে মানুষ করছেন সন্তানসম ছাত্রছাত্রীদের।

স্কুলে সহশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে ডিবেটিং, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিজ্ঞান ক্লাব, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে রোভার স্কাউটিং করানো হয় ছাত্রছাত্রীদের। সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যজনক অধ্যায় রয়েছে। অধ্যক্ষের কক্ষেই শোকেসে শোভা পাচ্ছিল বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ট্রফি ও শিল্ড।

তবে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লাইব্রেরি থাকলেও তা খোলা হয় না অনেকদিন ধরে। ঢাকার অন্যান্য স্কুলে যেখানে নিয়মিত সাহিত্য ও প্রকাশনা বের হয়, সেখানে এর বার্ষিকী বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত বের হয় না। 'উদয়ন বার্তা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের হতো, তার প্রকাশনাও বন্ধ রয়েছে। ঠিক কত বছর ধরে বার্ষিকী প্রকাশিত হচ্ছে না, তা বলতে পারেননি অধ্যক্ষ খালেদা হাবিব। তিনি বলেন, লাইব্রেরিয়ান না থাকায় লাইব্রেরিটি খুলতে পারছেন না তারা।

স্কুল ভর্তিতে অনিয়ম, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, এনসিটিবি অননুমোদিত বই পাঠ্য করা, বাধ্যতামূলকভাবে কোচিং এবং কোচিংয়ের নামে মোটা অংকের অর্থ আদায়ের অভিযোগসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। ভর্তির ক্ষেত্রে কখনও কখনও উত্তীর্ণদের বাদ এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ভর্তির অভিযোগ রয়েছে। আর এই অভিযোগ স্বয়ং অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেই। সেদিন আরা মৌসুমী নামে এক অভিভাবক জানান, তার মেয়ে ২০০৮ সালের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু ভাইভায় 'বয়স বেশি' অভিযোগে তার মেয়েকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়নি। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের এক শিক্ষকের কন্যার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। কয়েকদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী প্রক্টর উপাচার্যের কাছে তার মেয়ের সঙ্গে অধ্যক্ষের দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেন।

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, ডাক্তারের পরামর্শক্রমে তারা দাঁত দেখে ছেলেমেয়েদের বয়স নির্ধারণ করেছেন। সে অনুযায়ী বাদ দেয়া হয়। তিনি বলেন, আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ার কারণে ১০০ নম্বরের পরীক্ষার মধ্যে ২৫ নম্বর রাখা হয়েছে ভাইভায়। ভাইভায় সুষ্ঠুভাবে নম্বারিং করে যোগ্যদের তালিকা তৈরি করা হয়। তাছাড়া উপাচার্যের মাধ্যমে যে তালিকা আসে, তাদের তিনি ভর্তি করিয়ে নেন। তিনি বলেন, কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগও সঠিক না। অভিভাবকদেরই অনুরোধে প্রি-টেস্টের পর কোচিং শুরু হয়। ২০০৯ সালের পরীক্ষার এখনও এক বছর বাকি থাকলেও অভিভাবকরা এখনই কোচিংয়ের ব্যবস্থা করানোর জন্য তাকে চাপ দিচ্ছে বলে জানান। এনসিটিবি অননুমোদিত কোন বই তারা পাঠ্য করেন না। তিনি বলেন, কলেজের জায়গার সমস্যা প্রকট। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ ভাড়া করতে হয়। ছোট পরিসরে একটি মাত্র ৫ তলা ভবনে চলছে একাডেমিক কার্যক্রম। জায়গা সমস্যার কারণে এক শিফটেই সব ক্লাস নেয়া হয়। প্রত্যেক ক্লাসে চারটি করে শাখা রয়েছে বলে জানান তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, উদয়ন স্কুলের জমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি-বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করে এই স্কুলটি। এ সম্পর্কে অধ্যক্ষ বলেন, ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী দিয়েছিলেন স্কুলের জমিটি। বর্তমানে যে স্থানে ভবনটি দাঁড়িয়ে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 'এক্সচেঞ্জ' (একটির পরিবর্তে আরেকটি গ্রহণ) করা। রোকেয়া হল কম্পাউন্ডের ভেতরে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী নামে এমফিল-পিএইচডি'র ছাত্রীদের যে হোস্টেল, সেটিই উদয়নের মূল জমি। সুতরাং উদয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির ওপর দাঁড়িয়ে নয়। তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে তারা বিদ্যুৎ ও পানি ব্যবহারের জন্য বিল দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে।